ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

উপদেষ্টা
শাহ আবদুল হান্নান

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

নির্বাহী সম্পাদক
প্রফেসর ড. আহমদ আলী

সহকারী সম্পাদক
শহীদুল ইসলাম

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. বেগম আসমা সিদ্দীকা
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
প্রফেসর ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের
প্রফেসর ড. হাফিজ এ. বি. এম. হিজবুল্লাহ

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR
ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৭

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে **মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম**

প্রকাশকাল : জুলাই : সেপ্টেম্বর ২০১৬

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
web : www.ilrcbd.org

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২, মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং
MSA 11051
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
পল্টন শাখা, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ : ল' রিসার্চ সেন্টার

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

[জার্নালে প্রকাশিত লেখার সকল তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক/গবেষকগণের। কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ প্রকাশিত তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের জন্য দায়ী নন।]

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়.....৪

শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ ও বেচাকেনা ৭
ড. মোঃ মুহসিন উদ্দিন
মুফতি মুহিউদ্দীন কাসেমী

ইসলামী ব্যাংকিং-এ প্রচলিত হায়ার পারচেজ : একটি শরয়ী বিশ্লেষণ ২৭
মুহাম্মদ রুহুল আমিন

টেকসই উন্নয়ন : একটি ইসলামী বিশ্লেষণ ৫৩
সাইয়েদ রাশেদ হাছান চৌধুরী

যুগ সমস্যার সমাধানে সম্মিলিত ইজতিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ৮৫
মুফতি মুহাম্মাদ সাআদ হাসান

ওয়াকফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ও ওয়াকফ আইন ২০১৩ : একটি পর্যালোচনা..১১৩
আবদুস সুবহান আযহারী

বুক রিভিউ : A World Without Islam ১৩৩
গোলাপ মুনীর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

সম্পাদকীয়

গবেষণাকে উন্নয়ন ও সামাজিক উৎকর্ষতার মানদণ্ড বিবেচনা করা হয়। গবেষণায় যারা যত অগ্রসর সামগ্রিক উন্নয়নে তাদের অবস্থান তত অগ্রগামী। কোন আদর্শ ও বিশ্বাসকে সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে গবেষণা সর্বোত্তম মাধ্যম। গবেষণার প্রভাব এতই বিস্তৃত যে, শুধুমাত্র এরই ভিত্তিতে মানুষ পৃথিবীর সীমানা পেরিয়ে চাঁদ ও মঙ্গলগ্রহে বসবাসের উদ্যোগ নিতেও দ্বিধান্বিত হয় না। মুসলিম উম্মাহ সাম্প্রতিককালে যে সংকট অতিক্রম করছে সম্ভবত ইতোপূর্বে কখনো তা মোকাবেলা করেনি। এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে মুসলিম উম্মাহ পশ্চাৎপদ নয়। এই পশ্চাৎপদতার অন্যতম কারণ হলো, জ্ঞান-গবেষণায় তাদের পিছিয়ে পড়া। ইসলাম এমন একটি জীবন দর্শন যে, এখানে জ্ঞান-গবেষণাকে সমধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহ্তে বার বার গবেষণার কথা বলা হয়েছে। আসলে একটি জাতির সংকট মুহূর্তে সব কিছুতেই তার ছাপ পড়ে। তারা পিছিয়ে পড়েছে নেতৃত্বে, অর্থে, কৌশলে, পরিশ্রমে, শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে। সারা দুনিয়ায় মুসলিম উম্মাহ এখন লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত ও উপেক্ষিত। এমনি দুরবস্থা হতে মুসলিম জাতিকে উদ্ধার করতে পারে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়ে ব্যাপক গবেষণা।

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণা হয়নি। অথচ এ দেশে ইসলাম সম্পর্কে গবেষণায় আগ্রহীর সংখ্যা অনেক। তাদের মধ্যে অনেকের মেধা ও প্রতিভা খুবই আশাব্যঞ্জক। কিন্তু বাংলা ভাষায় আধুনিক গবেষণা রীতি অনুসরণ করে মানসম্মত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রকাশের সমন্বিত উদ্যোগ না থাকায় তাঁরা প্রতিভা বিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এসব দিক বিবেচনায় এনে আজ থেকে এক যুগ পূর্বে 'বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার' প্রকাশ করা শুরু করে ত্রৈমাসিক গবেষণা জার্নাল "ইসলামী আইন ও বিচার"। শুরু থেকে অদ্যাবধি কোন বিরতি ছাড়াই বাংলা ভাষাভাষি মানুষের কাছে ইসলামের আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ইসলামী সমাধান সম্বলিত প্রায় ৩০০ গবেষণা প্রবন্ধ এ জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

ইসলামী আইন ও বিচার-এর বর্তমান সংখ্যাটি ৪৭ তম সংখ্যা। এ সংখ্যায় আমাদের জীবনঘনিষ্ঠ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর ৫টি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যাতে অন্য সংখ্যার ধারাবাহিকতায় ইসলামী অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও আইনের তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি প্রখ্যাত মার্কিন গবেষক গ্রাহাম-ই ফুলার রচিত A World Without Islam-এর বুক রিভিউ স্থান পেয়েছে।

কোন গবেষণা বা মৌলিক রচনা সফলভাবে সম্পন্ন করে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তা প্রকাশের প্রশ্ন আসে। কাগজ উদ্ভাবনের আগপর্যন্ত মানুষ গাছের ডাল, পাতা, হাড্ডি, পাথর ইত্যাদি বস্তুতে তাদের সৃষ্টিকর্ম লিখে রাখত। এক সময় কাগজ আবিষ্কার হলেও ছাপাখানা ছিল না। হাত দ্বারাই লেখার প্রয়োজন মিটানো হতো। লেখক বই-কিতাব লেখার পর অন্য লোক দ্বারা কপি করা হতো। তবে মুদ্রণযন্ত্র ও ছাপাখানা আবিষ্কারের পর বই-পুস্তক ছাপানোর ক্ষেত্রে নতুন দিক উন্মোচিত হয়। পর্যায়ক্রমে এটি একটি শিল্পে পরিণত হয়। যারই ধারাবাহিকতায় গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা দেয় গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ ও বেচাকেনার প্রসংগ। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণার জগতের গুরুত্বপূর্ণ এ অনুষঙ্গটির শরয়ী বিধান বর্ণিত হয়েছে "শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ ও বেচাকেনা" শীর্ষক প্রবন্ধটিতে।

ইসলামী জীবনব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের মধ্যে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি গবেষণা চলছে ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স নিয়ে। কনভেনশনাল বিভিন্ন প্রডাক্টের শরীআহ অভিযোজন করে অথবা শরীআহর আলোকে সাদৃশ্যপূর্ণ প্রডাক্ট আবিষ্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষকগণ প্রাণান্তকর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের গবেষণাপ্রসূত একটি প্রডাক্ট 'হায়ার পারচেজ' বা ভাড়ান্তে ক্রয়। দেশ ও ব্যাংক ভেদে এটি বিভিন্ন নামে পরিচিত। প্রয়োগ পদ্ধতির ধরন ও প্রসিদ্ধির বিচারে 'আল-ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক' (HPSM), 'আল-ইজারা আল-মুনতাহিয়্যা বিত তামলিক' (IMBT) ও 'আল-ইজারা ছুম্মা আল-বাই' (AITAB) এই তিনটি পরিভাষা সর্বাধিক পরিচিত। "ইসলামী ব্যাংকিং-এ প্রচলিত হায়ার পারচেজ: একটি শরয়ী বিশ্লেষণ" শীর্ষক প্রবন্ধে এ পরিভাষা তিনটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপনের পাশাপাশি বাংলাদেশে প্রচলিত 'আল-ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক' (الإجارة بالبيع تحت شركة الملك) বা Hire Purchase under Shirkatil Milk সংশ্লিষ্ট শরীআহ অনুষঙ্গসমূহের চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণাসমূহের সর্বশেষ সংযোজন 'টেকসই উন্নয়ন'। পরিবেশকে ভিত্তি করে সংঘটিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই হলো টেকসই উন্নয়ন। বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (২০১৫-২০৩০) প্রণয়ন করেছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালে প্রণয়ন করেছে জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র (২০১০-২০২১)। ইসলাম যেহেতু মানুষের সব ধরনের চাহিদার ব্যাপারে সার্বিক বা পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করে, সেহেতু টেকসই উন্নয়নও তার বাইরে নয়। ইসলামের উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বজগতে মানুষের অবস্থান, এ পৃথিবীতে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য এবং দুনিয়ার সুযোগ সুবিধা বা নেয়ামত উপভোগ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত। তবে ইসলামের কাঙ্ক্ষিত টেকসই উন্নয়ন মানব জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতই কিছু নিয়ম কানুন ও নীতিমালা দ্বারা বেষ্টিত। যাতে মানুষ বস্তুগত বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পেছনে ছুটতে যেয়ে লোভ-লালসা, অপচয়, জুলুম ও অত্যাচারে জড়িয়ে না পড়ে। টেকসই উন্নয়ন, জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত টেকসই উন্নয়ন কৌশলের বিশ্লেষণ এবং এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে প্রণীত হয়েছে "টেকসই উন্নয়ন: একটি ইসলামী বিশ্লেষণ" প্রবন্ধ।

গবেষণার যে কয়টি সমার্থবোধক শব্দ রয়েছে তার মধ্যে 'ইজতিহাদ' একটি। বিধিবদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বন করে নতুন বিষয়ের শরয়ী বিধান গবেষণাই ইজতিহাদ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও জীবনের গতি ধারার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে মানুষ প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিষয়ের মুখোমুখি হচ্ছে। জীবনযাত্রায় যুক্ত হচ্ছে এমন সব বিষয়, কুরআন-সুন্নাতে সরাসরি যে সম্পর্কে কোন বিধান বর্ণিত হয়নি। ইসলামের গতিশীলতা ও উপযোগিতার প্রশ্নে এসব বিষয়ের শরয়ী বিধান নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখেই আইন গবেষণা তথা ইজতিহাদ সম্পন্ন হয়। স্থান, কাল, পাত্র ভেদে ইজতিহাদের ধরনও হয় ভিন্ন ভিন্ন। বর্তমানে মুজতাহিদ মুতলাকের অভাব ও সব ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞান ধারণে মানুষের সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষিতে সম্মিলিত ইজতিহাদ-বিধান উদ্ভাবনের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। সম্মিলিত ইজতিহাদের পরিচিতি, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা বিধৃত হয়েছে "যুগ সমস্যার সমাধানে সম্মিলিত ইজতিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক প্রবন্ধে।

ইসলামী ফিকহের একটি বিরাট অংশজুড়ে ওয়াকফ বিষয়ক আলোচনা-পর্যালোচনা ও গবেষণা স্থান পেয়েছে। ওয়াক্ফ পুণ্যলাভের একটি উপায়। ইসলামে ওয়াক্ফ কেবল বৈধ রীতিই নয় বরং এমন এক প্রশংসনীয় পুণ্যের কাজ যার দ্বারা নিজের প্রিয় সঞ্চয়কে পছন্দনীয় কাজে নিয়োজিত করা হয় এবং সেবার এ ধারায় জীবনের পরম লক্ষ্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিও অর্জন করা যায়। "ইসলামের দৃষ্টিতে ওয়াকফ এবং ওয়াকফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ও ওয়াকফ আইন ২০১৩ : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে ইসলামের দৃষ্টিতে ওয়াকফ, এর গুরুত্ব, বিভিন্ন যুগে এর ধরন, নীতিমালা, শর্তাবলি, ওয়াকফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ ও ওয়াকফ আইন ২০১৩ এর পর্যালোচনা স্থান পেয়েছে।

আইন ও বিচার" জার্নালের এ সংখ্যায় প্রকাশিত সবগুলো প্রবন্ধ গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী। প্রবন্ধগুলো থেকে সংশ্লিষ্ট সকলে উপকৃত হবেন এবং অন্যান্য সংখ্যার মত এ সংখ্যাও সাদরে গ্রহণ করবেন বলে আমরা আশা রাখি। মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

– ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ